হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৬০১৭/২০১৩

মোঃ মনিরুজ্জামান মৃধা

----সাজাপ্রাপ্ত-আসামী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

----প্রতিবাদীদ্বয়।

এ্যাডভোকেট এস,এম, আবুল হোসেন

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোসাঃ ফওজিয়া আক্তার পপি সংগে

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন

----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৩/২০১১ (কাপ্তাই থানার মামলা নং ০৬, তারিখ ০৭.১১.২০০৯ এবং জি, আর, মামলা নং- ২৯৬/২০০৯) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৪.০৯.২০১৩ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে অত্র আপীলকারী মোঃ মনিরুজ্জামান মৃধাকে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে আদালতের কার্যক্রম চলাকালীন সময় পর্যন্ত কারাদন্ড ও ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে আরও ০১ (এক) মাসের কারাদন্ড প্রদানের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে,

প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কে,পি,এম লিঃ এর গাড়ী অবৈধভাবে ব্যবহার করে জ্বালানী তেল ও ড্রাইভারের অধিকাল ভাতা বাবদ খরচ দেখিয়ে জানুয়ারী, ২০০৬ হতে অক্টোবর, ২০০৬ মাস পর্যন্ত আসামী (১) মোঃ আবদুল মোতালেব চৌধুরী, সাবেক সিবিএ সভাপতি, কেপিএম লিঃ ২,৩১,৩৭১/-(দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার তিনশত একাত্তর) টাকা ও আসামী (২) মোঃ শাহজাহান, সাবেক সিবিএ সাধারন সম্পাদক, কেপিএম লিঃ ২,৫৮,৭৩৬/-(দুই লক্ষ আটান্ন হাজার সাতশত ছত্রিশ) টাকা মোট ৪,৯০,১০৭/- (চার লক্ষ নব্বই হাজার একশত সাত) টাকা অপরাধমূলক

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিশ্বাস ভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছে। আসামী (৩) মোঃ মনিরুজ্জামান মৃধা, প্রাক্তন পরিবহন কর্মকর্তা, কেপিএম, (৪) মোঃ জাহাংগীর আলম, সাবেক মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), কেপিএম ও (৫) মীর মোজাফফর আলী, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেপিএম অবৈধভাবে গাড়ী ব্যবহার করতে দিয়ে উল্লেখিত অর্থ আত্মসাতে সহযোগীতা করেছে মর্মে অভিযোগের প্রেক্ষিতে ই,আর,নং-০৭/০৮ মূলে দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক প্রাথমিক অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানকালে তিনি জব্দ তালিকামুলে আলামত জব্দ করেন, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জব্দকৃত আলামত, সাক্ষীদের বক্তব্য রেকর্ডসহ পর্যালোচনায় অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় নিজে বাদী হয়ে কাপ্তাই থানায় এজাহার দায়ের করেন। অতঃপর মোঃ গোলাম ফারুক, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাঙামাটি কর্তৃক অত্র মোকদ্দমাটি তদন্ত করে অভিযোগপত্র নং ২০ তারিখ ১৪.১০.২০১০ দাখিল করেন। অতঃপর, বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম আসামী-আপীলকারী মোঃ মনিরুজ্জমানের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১০৯ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ আসামীকে পাঠ করে শুনানো হলে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করতঃ বিচার প্রার্থনা করে। প্রসিকিউশন পক্ষ অত্র মোকদ্দমায় ১০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন এবং আসামীপক্ষ এই সাক্ষীগণকে জেরা করেন। জনাব মোঃ আতাউর রহমান, বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৪.০৯.২০১৩ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামীকে বর্ণিত দন্ডাদেশ প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে মোঃ মনিরুজ্জামান মৃর্ধা অত্র আপীলটি দায়ের করেন। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এস, এম, মোঃ আবুল হোসেন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ফওজিয়া আক্তার ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। **গুরুত্বপূর্ন বিধায় বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং- ০৩/২০১১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০৯.২০১৩ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** *প্রসিকিউশন পক্ষের মামলার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন হইল যে, প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কে পি এম লিঃ এর গাড়ী অবৈধভাবে ব্যবহার করিয়া জ্বালানী তেল ও ড্রাইভারের অধিকাল ভাতা বাবদ খরচ দেখাইয়া জানায়ারী/২০০৬ হইতে অক্টোবর/২০০৬ মাস পর্যন্ত আসামী ১। মোঃ আবদুল মোতালেব চৌধুরী, সাবেক সিবিএ সভাপতি, কেপিএম লিঃ ২,৩১,৩৭১/- টাকা ও আসামী ২। মোঃ শাহজাহান, সাবেক সিবিএ সাধারন সম্পাদক, কেপিএম লিঃ ২,৫৮,৭৩৬/- টাকা মোট ৪,৯০,১০৭/- টাকা অপরাধমূলক বিশ্বাস ভংগ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আত্মসাৎ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করিয়াছে। আসামী ৩। মোঃ মনিরুজ্জামান মৃধা, প্রাক্তন পরিবহন কর্মকর্তা, কেপিএম ৪। মোঃ জাহাংগীর আলম, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) কেপিএম ও ৫। অবৈধভাবে গাড়ী ব্যবহার করিতে দিয়া উল্লেখিত অর্থ আত্মসাতে সহযোগীতা করিয়াছে। *উক্তরূপ অভিযোগের প্রেক্ষিতে ই. আর নং- ৭/০৮ মূলে দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক প্রাথমিক অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানকালে তিনি জব্দ তালিকামূলে আলামত জব্দ করেন, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জব্দকৃত আলামত, সাক্ষীদের ব্যক্তব্যসহ রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় নিজে বাদী হইয়া কাপ্তাই থানায় এজাহার দায়ের করেন।* *বাদীর লিখিত এজাহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাপ্ত হইয়া এজাহারের কলাম পুরণ পূর্বক কাপ্তাই থানার মামলা নং- ০৬, তারিখ ০৭.১১.২০০৯ ইং রুজু করেন এবং মামলাটি তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরিত হইলে মামলার তদন্তভার তৎকালীন উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাংগামাটি জনাব মোঃ গোলাম ফারুক এর নিকট অর্পিত হয়। তিনি তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদসহ জবানবন্দি রেকর্ড করেন, জব্দ তালিকা মুলে আলামত জব্দ করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জব্দকৃত কাগজাদি পর্যালোচনায় মামলার ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষের মঞ্জুর প্রাপ্ত হইয়া আসামী ১। মোঃ আব্দুল মোতালেব, সাবেক সিবিএ সভাপতি, কেপিএম ২। মোঃ শাহজাহান, সাবেক সিবিএ সাধারন সম্পাদক, কেপিএম ৩। মোঃ মনিরুজ্জামান মৃধা, সাবেক পরিবহন কর্মকর্তা, কেপিএম, ৪। মোঃ জাহাংগীর আলম, সাবেক মহাব্যবস্থাপক কেপিএম ও ৫। মীল মোজাফফর আলী, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেপিএম এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ও তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোপত্র দায়ের করে।* *মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হইলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত কর্তৃক মামলার নথি বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ, রাংগামাটি আদালতে প্রেরিত হয়। নথি প্রাপ্তির পর বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ও তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ আমলে নেন এবং মামলা বিচার নিষ্পত্তির নিমিত্তে এই আদালতে প্রেরণ করেন। মামলাটি অত্র আদালতে আসার পর আসামী ১। মোঃ আবদুল মোতালেব ২। মোঃ শাহজাহান ৩। মোঃ মনিরুজ্জামান মৃধা ৪। মোঃ জাহাংগীর আলম ও ৫। মীর মোজাফফর আলীর*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপস্থিতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং আসামী আবদুল মোতালেব ও মোঃ শাহজাহান এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারা এবং আসামী মোঃ মনিরুজ্জামান মৃধা, মোঃ জাহাংগীর আলম ও মীর মোজাফফর আলীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১০৯ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয় এবং গঠিত অভিযোগ আসামীদেরকে পাঠ করিয়া শুনানো হইলে তাহারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করতঃ বিচার প্রার্থনা করেন। *মামলার শুনানির জন্য দিন ধার্য হওয়ার পর আসামী আবদুল মোতালেব সম্পর্কিত অভিযোগ হাইকোর্ট বিভাগের স্থগিতাদেশের প্রেক্ষিতে স্থগিত করা হয়। অপর আসামী মোঃ শাহজাহান মৃত্যুবরন করায় তাহাকে মামলার দায় থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়। অপরাপর আসামী মোঃ মনিরুজ্জামান মৃধা, মোঃ জাহাংগীর আলম ও মীর মোজাফফর আলীর বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম চলিতে থাকে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানার্থে মোট ১০ জনকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করে এবং আসামীপক্ষ থেকে এই সাক্ষীগনকে জেরা করা হইয়াছে।* *প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীগনের সাক্ষ্য সমাপনান্তে আসামী মীর মোজাফফর আলী, মোঃ জাহাংগীর আলম মোঃ মিনরুজ্জামান মৃধাকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে তাহারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করতঃ বিচার প্রার্থনা করেন এবং সাফাই সাক্ষী দিবে না মর্মে জানায়।* ***বিবেচ্য বিষয়*** *১। আসামী মোঃ মনিরুজ্জামান মৃধা, মোঃ জাহাংগীর আলম ও মীর মোজাফফর আলী দন্ডবিধির ৪০৯/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ করিয়াছে কিনা?* *২। প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হইয়াছে কিনা?* ***আলোচনা ও সিদ্ধান্ত*** *আলোচনার সুবিধার্থে বিবেচ্য বিষয় ২টি একত্রে লওয়া হইল। প্রথমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ১নং সাক্ষী অরবিন্দ দাশ, অফিস সহকারী, কে, পি, এম লিঃ তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি কে, পি, এম-তে অফিস সহকারী হিসাবে কর্মরত আছেন। ঘটনার সময় ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। জনাব এমদাদ উল্লাহও শাজহাহান যথাক্রমে কে, পি, এম এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ছিল। তাহারা ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত কে, পি,*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এম এর গাড়ী ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক ব্যবহার করিয়াছে। উক্ত গাড়ী ব্যবহারের হিসাব প্রশাসনিক কর্মকর্তা মহিউদ্দিন তৈরী করিয়াছে। আসামী শাহজাহানসহ অন্যরা কে, পি, এম, এর গাড়ি ২০০৬ সালে ব্যবহার করিয়া ১,৯১,৫৭৬/- টাকা কে, পি, এম এর আর্থিক ক্ষতি করিয়াছে। আসামী শাহজাহান কে, পি, এম এর গাড়ী ব্যবহার করায় গাড়ী চালককে ওভারটাইম বাবদ ১৫,৯৫০/- টাকা মোট ২,৭২,২০৬/- টাকা কে, পি, এম এর আর্থিক ক্ষতি করিয়াছে। আসামী মনিরুজ্জামান, জাহাংগীর আলম ও মীর মোজাফফর আলী কে, পি, এম এর গাড়ী ব্যবহারের অনুমোদন করিয়া দিয়াছে। আসামী শাহজাহান মারা গিয়াছে। বিগত ২৫.০৪.২০১০ ইং তারিখে ১৫.৩০ ঘটিকার সময় দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক তাহার উপস্থিতিতে ৩৫ আইটেমের কাগজাদি জব্দ করিয়া তাহার স্বাক্ষর গ্রহন করে। সাক্ষী তাহার প্রদত্ত স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। কাগজাদি কে, পি, এম এর সহঃ প্রশাসনিক কর্মকর্তা মহিউদ্দিনের জিম্মায় দেয়। বিগত ২৪.০২.২০০৯ ইং ও ০৩.০৩.২০০৯ ইং তারিখে দুদকের কর্মকর্তা জব্দ তালিকাদ্বয় মুলে কিছু কাগজাদি জব্দ করে এবং তাহার স্বাক্ষর নেয়। সাক্ষী ২৪.০২.২০০৯ ও ০৩.০৩.২০০৯ ইং তারিখের জব্দ তালিকায় তাহার প্রদত্ত স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। *আসামী মীর মোজাফফর, জাহাংগীর আলম ও মিনরুজ্জামান পক্ষে জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি ১৯৮৩ সাল থেকে কে, পি, এম এ কর্মরত আছেন। এই আসামী ৩ জন দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত ছিলেন। এখন ২ জন অবসর প্রাপ্ত। এই অভিযোগ ছাড়া আসামীদের বিরুদ্ধে অন্য কোন অভিযোগ ছিল কিনা তিনি জানেন না। সাক্ষী স্বীকার করেন যে, সিবিএ এর নেতারা সিবিএ কার্যকরী থাকাবস্থয় তাহারা সরকারী গাড়ী সবসময় ব্যবহার করিত এবং করিয়া আসিতেছে। তাহাদের প্রতিষ্ঠানটি স্বায়ত্বশাসিত। তাহাদের প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড অব ডাইরেকটর দ্বারা পরিচালত হয় এবং বার্সিক বোর্ড সভার খরচ ও নীতিমালা প্রনীত ও অনুমোদিত হয়। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, সিবিএ নেতারা সরকারী গাড়ী ব্যবহার করার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ অবগত ছিল এবং সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহার করায় কর্তৃপক্ষ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা নেয় না। কোন সময় থেকে সিবিএ এর নেতারা সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহা বলিতে পারিবেনা। তবে তিনি চাকুরীতে যোগদান করিবার পর থেকে গাড়ী ব্যবহার দেখিয়া আসছেন। যারা সিবিএ নেতাদের গাড়ী ব্যবহার করার অনুমোদন পূর্বেই দিয়াছিল তাহাদেরকে বিচারের আওতায় আনিতে ইতোপূর্বে দেখেন নাই যখন সিবিএ নেতারা নির্বাচিত হইয়া যায় তখন তাহারা প্রশসকের সাথে একত্রে কাজ করে থাকে।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামীরা প্রশাসকিন ও ব্যক্তিগত কাজে গাড়ী ব্যবহারের অনুমোদন দিয়াছে। সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহার পূর্বে তেকে নেওয়াজ আছে। তবে আসামীরা লাভবান হইয়াছে কিনা তিনি জানেন না। এখনও সিবিএ বলবৎ আছে এবং সিবিএ নেতাদের গাড়ী ব্যবহার করার অনুমোদন দেওয়া হয়। পরিবহন কর্মকর্তা, প্রশাসনিক বিভাগের কর্মকর্তা ও ম্যানেজিং ডাইরেকটরের মাধ্যমে গাড়ী ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়। তিনি জানেন না মিলের উৎপাদনের স্বার্থে সিবিএ নেতাদের গাড়ী ব্যবহার করার অনুমোদন দেওয়া অব্যাহত রাখা হইয়াছে কিনা? তিনি জানেন না প্রচলিত প্রথা ভংগ করিলে মিলের ক্ষতি হইবে কিনা? তিনি জানেন না আসামীদের বিরুদ্ধে মিল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ছিল কিনা? আসামীরা অপরাধমূলক কার্য করিয়াছে কিনা জানেন না। *উক্ত সাক্ষীকে প্রসিকিউশন পক্ষ থেকে রিকল করা হয়। সাক্ষী রিকল জবানবন্দিতে বলেন, বিগত ২৪.০২.২০০৯ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক আবু বকর সিদ্দিকী তৈল ইস্যুর স্লীপ ৮৭ ফর্দ জব্দ করিয়া তাহার জিম্মায় দেয়। উক্ত জিম্মানামা প্রদ- ৩৯ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদ- ৩৯/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। জিম্মাকৃত কাগজাদি আদালতে দাখিল করেন যাহা প্রদ- ৪০ সিরিজ, জব্দ তালিকা প্রদ- ৪১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী স্বীকার করেন যে, জব্দকৃত কাগজাদিতে আসামীদের কোন স্বাক্ষর নাই।* *উক্ত সাক্ষীকে প্রসিকিউশন পক্ষ থেকে পুনরায় রিকল করা হয়। সাক্ষী রিকল জবানবন্দিতে বলেন, তিনি তাহার বক্তব্য পূর্বের দেওয়া জবানবন্দিতে বলিয়াছেন। নতুন করিয়া কিছু বলার নাই।* *আসামী পক্ষ থেকে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ২নং সাক্ষী মোঃ মহিউদ্দিন, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার কেমিক্যাল কোঃ লিঃ, ব্রাম্মনবাড়িয়া, তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি ২৫.০৪.২০১০ ইং তারিখে পরিবহন শাখায় সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে দুদকের উপ-পরিচালক গোলাম ফারুক কিছু কাগজাদি তাহার উপস্থাপন মতে জব্দ করে এবং উক্ত কাগজাদি তাহার জিম্মায় প্রদান করে। উক্ত জিম্মানামা প্রদ- ১ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদ- ১/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তিনি অন্যত্র বদলী হওয়ায় জিম্মায় দেওয়া কাগজপত্র আতিকুল ইসলাম, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট বুঝাইয়া দেন।* *আসামী মীর মোজাফফর আহমদ ও মনিরুজ্জামান পক্ষে জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি ঘটনার সময় কে, পি, এম-তে কর্মরত ছিলেন না। জব্দ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কাগজাদি তাহার জিম্মায় দেয়। এর বাহিরে তাহার কোন ধারণা নাই। মামলার বিষয়ে তাহার কোন ধারনা নাই। *প্রসিকিউশন পক্ষের ৩নং সাক্ষী আতিকুল ইসলাম, মহা-ব্যবস্থাপক, কে, পি, এম, তাহার জবানবন্দিতে বলেন, মহিউদ্দিন পরিবহন বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে দুদক কিছু কাগজাদি জব্দ করিয়া তাহার জিম্মায় প্রদান করেন। মহিউদ্দিন অন্যত্র বদলী হওয়ায় তিনি জিম্মায় নেয়ো কাগজপত্র তাহার নিকট বুঝাইয়া দেয়। উক্ত কাগজাদি দাখিল করেন। দাখিলি কাগজাদি প্রদঃ- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ হিসাবে চিহ্নিত হয়।* *আসামী মীর মোজাফফর, জাহাংগীর আলম ও মহিরুজ্জামান পক্ষে জেরায় সাক্ষী স্বীকার করেন ঘটনার সময় তিনি ছিলেন না। আগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মহিউদ্দিন এর নিকট থেকে তিনি জব্দকৃত কাগজগুলো বুঝিয়া নেয়। এর বাহিরে তাহার ব্যক্তিগত ধারণা নাই। তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া কে, পি, এমতে কর্মরত আছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, সিবিএ থাকাবস্থায় গাড়ী ব্যবহার করার রেওয়াজ আছে।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৪নং সাক্ষী এ, এন, এম মোস্তফা মিয়া তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ২৮.০৭.৮৭ ইং তারিখে কে, পি, এম-তে যোগদান করেন। ৩১.১২.৮৭ইং তারিখে বদলী জনিত কারনে অন্যত্র চলিয়া যান। তিনি মামলার বিষয় জানেন না। বিগত ০১.০১.২০০৮ ইং তারিখ থেকে ২৪.১১.২০১০ ইং তারিখ পর্যন্ত পুনরায় কে, পি, এম এ কাজ করেন। প্রসিকিউশন পক্ষ থেকে এই সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা হয়। প্রসিকিউশন পক্ষের জেরায় সাক্ষী স্বীকার করেন মামলা রুজুর সময়ে কে, পি, এমতে কর্মরত ছিলেন। ২০০১ সাল থেকে অবৈধভাবে গাড়ী ব্যবহার হয়েছে। তবে তত্ত্বধায়ক সরকার এর সময়ে বন্ধ ছিল। তিনি ০৭.১১.২০০৯ ইং তারিখে তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দি দিয়াছেন। সিবিএ নেতারা ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী এবং লেজুরভিত্তিক রাজনীতি করে। তিনি শারিরীক ভাবে অসুস্থ। তিনি আসামীদের ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন মর্মে প্রসিকিউশন পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন।* *আসামী মোজাফফর, জাহাংগীর আলম ও মনিরুজ্জামান মৃধার পক্ষে জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বলিয়াছেন এই মামলার বিষয়ে জানেন না। তিনি অস্বীকার করেন যে, সিবিএ বলবৎ থাকাবস্থায় সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকে এবং রেও*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		য়াজ আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সিবিএ কার্যক্রম স্থগিত থাকে। *প্রসিকিউশন পক্ষের ৫নং সাক্ষী মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, সহকারী পরিচালক, দুদক সমন্বিত জেরা কার্যালয়, রাংগামাটি তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয় ঢাকায় সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন। ঘটনার সময় জেলা কার্যালয়, রাংগামাটিতে সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়ে ই,আর ৭/০৮ নং এর অনুসন্ধানের জন্য তাহাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অনুসন্ধানকালে ২৪.০২.২০০৯ ও ০৩.০৩.২০০৯ তারিখের জব্দ তালিকা মূলে আলামত জব্দ করেন। ২৪.০২.২০০৯ ইং তারিখের জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪১/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। ০৩.০৩.২০০৯ ইং তারিখের জব্দ তালিকা প্রদঃ- ৪২ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ- ৪২/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। জব্দকৃত রেকর্ড পত্র এবং কে, পি, এম এর স্মারক নং- ২৩, তারিখ- ১৪.১১.২০০৮ ইং মূলে প্রাপ্ত রেকর্ড পত্র, সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে গাড়ী ব্যবহার করিয়া জ্বালানী তৈল ও ড্রাইভারের অধিকাল ভাতা বাবদ খরচ দেখাইয়া জানুয়ারী ২০০৬ থেকে অক্টোবর/০৬ পর্যন্ত ৪,৯০,১০৭/- টাকা আত্মসাৎ এর মাধ্যমে অপরাধ করিয়াছে। আসামী মনিরুজ্জামান মৃধা প্রাক্তন পরিবহন কর্মকর্তা, জাহাংগীর আলম, মহাব্যবস্থাপক ও মীর মোজাফফর আলী ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কে,পি,এম, পরস্পর যোগসাজসে দমতার অপব্যবহার পূর্বক অবৈধভাবে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিতে দিয়া সরকারী অর্থ আত্মসাৎ কতিতে সহযোগীতা করিয়াছে। উক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলা রুজুর সুপারিশ করিয়া প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া কাপ্তাই থানায় এজাহার দায়ের করেন। অনুমতি পত্র প্রদঃ ৪৩, এজাহার প্রদঃ ৪৪ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪৪/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়।* *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, আসামী মনিরুজ্জামান মৃধা, জাহাংগীর আলম ও মীর মোজাফফর আলী সিবিএ নেতাদের গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি দিয়াছিল। সিবিএ নেতাদের গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া কবে থেকে চালু হয় তাহা জানেন না। ঘটনার সময়কালীন অন্যান্য কর্মকর্তারাও গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি দিয়াছিল এবং তিনি তাহাদেরকে মামলায় আসামি করেন নাই মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। তিনি পরিচালক পর্ষদের কাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করেন নাই এবং মিথ্যা মামলা করিয়াছেন মর্মে আসামি পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রসিকিউশন পক্ষের ৬ নং সাক্ষী মেঃ ইদ্রিস আলী, সুপারভাইজার, কেপিএম তাহার জবানবন্দিতে বলেন, বিগত ০৩০৩.০৯ ইং তারিখের ১৪.০০ ঘটিকায় সহকারী পরিচালক আবু বকর সিদ্দিক তাহার সামনে কিছু কাগজপত্র জব্দ করেন। তিনি জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪২/২। আসামী জাহাংগীর আলম, মীর মোজাফফর ও মনিরুজ্জামান সিবিএ নেতাদেরকে গাড়ী ব্যবহার করার জন্য লিখিত অনুমতি দিয়াছে। *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, সিবিএ নেতারা পূর্ব থেকে গাড়ী ব্যবহার করে আসছে এবং তাহাদের গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে আসিতেছে। আসামীরা আর্থিক কোন লাভবান হয় নাই। সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহার করা সম্পর্কে কোন বাধা আসে নাই।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৭ নং সাক্ষী মোঃ আসাদুজ্জামান সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেপিএম লিঃ তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ২০০৭-২০০৯ পর্যন্ত (গাড়ী) যানবাহনের দায়িত্বে ছিলেন। উক্ত সময়ে দেশে জরুরী অবস্থা ছিল এবং কেপিএম এ সিবিএ ছিল না। তবে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গাড়ী ব্যবহার করার কাগজপত্র নিয়ে রাংগামাটি দুদক কার্যালয়ে গিয়াছিলেন।* *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি বর্তমানে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে কেপিএম এ কর্মরত আছেন। ২০০৭-০৯ ইং পর্যন্ত যানবাহনের দায়িত্বে ছিলেন। পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা কেপিএম পরিচালিত হয়। বাজেট পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হয়। সিবিএ নেতারা প্রশাসনিক কার্য করে না। সিবিএ নেতারা তাহাদের দাবি দাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে। সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহার পূর্ব থেকে করিতেছে এবং অনুমতিও নিয়াছে। পরিচালনা পর্ষদ গাড়ী ব্যবহারে কোন বাধা দিয়াছে কিনা জানা নাই। তবে ২০০৮ সালের পর গাড়ী ব্যবহারে বাধা দিয়াছে। আসামিদের বিরুদ্ধে চাকুরীকালীন কোন অভিযোগ ছিল জানা নাই। আসামীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকায় চাকুরী থেকে অবসরের সময় দায়মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই আসামীরা গাড়ী ব্যবহার করিতে নিয়া আর্থিক লাভবান হওয়ার কোন অভিযোগ নাই।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৮ নং সাক্ষী মোঃ বাহারুল হায়াত, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), কেপিএম লিঃ তাহার জবানবন্দিতে বলেন ০৭.০৯.৮৭ ইং থেকে ২০.১১.৮৭ ইং পর্যন্ত কেপিএম লিঃ এ কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে বদলীজনিত কারনে অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ০৭.০৫.০৯ ইং থেকে ৩১.০৭.১১ ইং পর্যন্ত কেপিএমএ কর্মরত*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ছিলেন। বিগত ২৫.০৪.১০ ইং তারিখে তাহার সামনে উপ-পরিচালক গোলাম ফারুক কিছু কাগজপত্র জব্দ করে। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ ৪৫ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪৫/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। সিবিএ নেতারা জোর পূর্বক গাড়ী ব্যবহার করিত। *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, সিবিএ নেতাদের গাড়ী ব্যবহার করার জন্য কর্তৃপক্ষ অনুমতি পূর্ব থেকে দিয়ে আসছে। এটি প্রথা হিসাবে প্রচলন হয়ে আছে।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৯নং সাক্ষী শ্যামলকান্তি নাথ, কোর্ট সহকারী, দুদক, সজেকা, সিলেট তাহার জবানবন্দিতে বলেন বিগত ০৩.০৩.০৯ ইং তারিখে সময় ১৪.০০ ঘটিকায় সহকারী পরিচালক আঃ মজিদ রাংগামাটি দুদক কার্যালয়ে অরবিন্দু দাশের উপস্থাপন মতে তাহার উপস্থিতিতে ১৫ আইটেমের কাগজাদি জব্দ করে। উক্ত জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪২/৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়। কাগজাদি অরবিন্দ দাশের জিম্মায় আছে। বিগত ২৪.০২.০৯ ইং তারিখে ১৪.০০ ঘটিকায় রাংগামাটি দুদক সিঃ ক্লার্ক অরবিন্দ এর উপস্থাপন মতে তাহার উপস্থিতিতে ৮৭ আইটেমের কাগজাদি জব্দ করে। তিনি জব্দ তালিকায় সই করিয়াছেন। জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪১/২ হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই কাগজাদি সিঃ ক্লার্ক অরবিন্দ দাশের জিম্মায় আছে।* *আসামী মীর মোজাফফর, জাহাংগীর আলম ও মনিরুজ্জামান পক্ষে জেরায় সাক্ষী বলেন, মামলার বিষয়ে জানেন না।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ১০ নং সাক্ষী গোলাম ফারুক, উপ-পরিচালক, দুদক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তাহার জবানবন্দিতে বলেন বিগত ১৩.০১.০৮ ইং থেকে ৩০.০১.১১ ইং পর্যন্ত রাংগামাটিতে কর্মরত ছিলেন। এই মামলায় তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ পান। তাহার নিয়োগপত্র প্রদঃ ৪৬ হিসাবে চিহ্নিত হয়। বিগত ২৫.০৪.১০ ইং তারিখে কেপিএম এ গিয়ে কাগজাদি জব্দ করেন। জব্দ তালিকা প্রদঃ ৪৫। তিনি জব্দকৃত কাগজ মহিউদ্দিন, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা বরাবরে জিম্মায় দেন। তিনি সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ সহ কাগজাদি পর্যালোচনা সহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তদন্তে ও সাক্ষ্য প্রমানে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিক সত্যতা থাকায় সাক্ষ্যের স্মারক লিপি দাখিল করেন। তৎপর দুদক প্রধান কার্যালয়ের ০৬.১০.১০ ইং তারিখের ১৮৯৭০ নং স্মারক পত্র অনুযায়ী অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমতি প্রদান করে। বিগত ০৬.১০.১০ ইং তারিখের ১৮৯৭০ নং স্মারক পত্র প্রদঃ ৪৭ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তৎপর ৫,২৪,৩৪৬/- টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগে চার্জসীট দাখিল করেন।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী মোজাফফর, জাহাংগীর আলম ও মনিরুজ্জামান পক্ষে জেরায় সাক্ষী স্বীকার করেন কেপিএম একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। তিনি জানেন না বোর্ড অব ডাইরেকটর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় কিনা? পরিচালনা পর্ষদ কারা তাহা তদন্তের বিষয় ছিল না বিধায় উক্ত বিষয়ে তদন্ত করেন নাই। সিবিএ নেতারা কবে থেকে গাড়ী ব্যবহার করার রেওয়াজ চালু হয় তাহা জানেন না। তিনি সাক্ষীদের নিকট জানতে চাহেন নাই কবে থেকে সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহার করিতেছে। সিবিএ জন্মের পর থেকেই সরকারী গাড়ী জনকল্যানের জন্য ব্যবহার করিতেছে বা তিনি তাহার পছন্দমত আসামী করিয়াছেন মর্মে আসামী পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। আসামীরা প্রচলিত বিধি বিধান ও রেওয়াজ অনুযায়ী গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি দিয়াছে মর্মে আসামি পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। (অপাঠ্য) সময়ের মামলায় এম, ডি ও জি, এম, কে মামলায় আসামী করেন নাই। ০১.০৪.২০০২ ইং থেকে ২২.০৬.২০০২ ইং পর্যন্ত সময়ের জন্য দায়েরকৃত মামলায় এম,ডি ও জি,এম কে আসামী করেন নাই। ২০০৪ সালের মামলায় এম,ডিকে আসামী করেন নাই। সঠিকভাবে তদন্ত করেন নাই মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। *আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী নিবেদন করেন যে, যেহেতু কেপিএম এর সিবিএ সভাপতি আসামী আবদুল মোতালেব সরকারী গাড়ী ব্যবহারের প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া সরকারী গাড়ী ব্যবহার ও গাড়ী চালকের ওভারটাইম বিল বাবদ মোট ২,৫২,১৪০/-টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ থেকে স্থগিত থাকায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের কোন সুযোগ নাই এবং সিবিএ সাধারন সম্পাদক আসামী মোঃ শাহজাহান মৃত্যুবরণ করায় তাহার বিরুদ্ধে ২,৭২,২০৬/- টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ প্রমানের আর কোন সুযোগ নাই সেহেতু এই সহযোগী আসামীদের বিরুদ্ধে আত্মসাৎ এর সহযোগীতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করা যায় না। বিজ্ঞ কৌশুলী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত যাহা ৫৪ ডিএলআর ২৯৮ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত আছে তাহা উপস্থাপন করেন।* *অপরদিকে বিজ্ঞ বিশেষ পি, পি, নিবেদন করেন যে, যদিও আসামী আবদুল মোতালেব সম্পর্কিত অভিযোগ হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশে স্থগিত আছে এবং আসামী শাহজাহান মৃত্যুবরন করায় তাহাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে তথাপিও যেহেতু আসামি মোতালেব কেপিএম এর সিবিএ এর সভাপতি থাকাকালে সরকারী গাড়ীর প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক জানুযারী/২০০৬ হইতে অক্টোবর/২০০৬ পর্যন্ত*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সময়ে সরকারী গাড়ী ব্যবহার ও গাড়ী চালককে ওভারটাইম বাবদ মোট ২,৫২,১৪০/- টাকা এবং আসামী শাহজাহান ২,৭২,২০৬/- টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে মর্মে দাখিলী ডকুমেন্ট থেকে সহ সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় এবং যেহেতু স্বীকৃত মতে এই আসামীরা সরকারী গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার সহ আত্মসাতের সহযোগীতা করিয়াছে মর্মে সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় সেহেতু এই আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই, এই আসামীদের পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলীর উপস্থাপিত ৫৪ ডিএলআর ২৯৮ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত সিদ্ধান্ত অত্র মামলায় প্রযোজ্য হইবে না। *স্বীকৃত বিষয় যে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ৯১৭৭/১২ এর প্রেক্ষিতে আসামী আবদুল মোতালেব সম্পর্কিত অভিযোগ বিগত ১৩.০৬.২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। ফলশ্রুতিতে উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত আসামির পক্ষে আর কোন স্থগিতাদেশ পাওয়া যায় নাই। অপরদিকে মোঃ শাহজাহান মৃত্যুবরন করায় তাহাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। মামলার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামী আবদুল মোতালেব এবং মোঃ শাহজাহান এর বিরুদ্ধে কেপিএম এর জালানী ও ওভারটাইম বাবদ মোট ৩,৫৪,৫৯২/=টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দন্ড বিধির ৪০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় চার্জ গঠন করা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি আসামী মোতালেব এর সম্পর্কিত অভিযোগ হাইকোর্ট বিভাগ থেকে স্থগিত হওয়ায় এবং শাহজাহান মৃত্যু বরন করায় তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে উক্ত আসামি আবদুল মোতালেব ও মোঃ শাহজাহান ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক কেপিএম এর জ্বালানী ও গাড়ী চালকের ওভারটাইম বাবদ ৩,৫৪,৫৯২/=টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার আর কোন অবকাশ নাই। আসামি পক্ষের দাখিলি ৫৪ ডিএলআর ২৯৮ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত সিদ্ধান্ত থেকে দেখা যায় যে ক্ষেত্রে মূল আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় না সেক্ষেত্রে সহযোগীদেরকে সাজা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। অত্র মামলায় মূল আসামী আবদুল মোতালেব এর বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থগিত থাকায় তাহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোন সুযোগ নাই যাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যদি সাক্ষ্য প্রমানে দেখা যায় এই আসামী মনিরুজ্জামান মৃধা, জাহাংগীর আলম ও মীর মোজাফফর আলী মূল আসামীদের আত্মসাতরে সহযোগিতা করিয়াছে তবে আসামী পক্ষের দাখিলি ৫৪ ডি এল আর ২৯৮ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হইবে না। এখন*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দেখার বিষয় এই আসামীরা কেপিএম এর জ্বালানী তেল ও ওভারটাইম বাবদ ৩,৫৪,৫৯২/=টাকা আত্মসাতে সহযোগীতা করিয়াছে কিনা? দুদক পক্ষের পরীক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় তাহারা এই মর্মে কোন সাক্ষ্যই প্রদান করে নাই। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনসহ তাহার সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় এই আসামীরা কে কিভাবে কেপিএম এর জ্বালানী তেল ও ওভারটাইম বাবদ ৩,৫৪,৫৯২/=টাকা আত্মসাতে সহযোগিতা করিয়াছে তৎমর্মে সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য প্রদান করে নাই। কাজেই , আসামি আবদুল মোতালেব ও মোঃ শাহজাহান কর্তৃক কেপি এম এর জ্বালানী তেল ও ওভারটাইম বাবদ ৩,৫৪,৫৯২/=টাকা আত্মসাতে এই আসামী মনিরুজ্জামান মৃধা, জাহাংগীর আলম ও মীর মোজাফফর আলী সহযোগীতা করিয়াছে মর্মে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না। অতএব, দন্ড বিধির ৪০৯/১০৯ ধারার অপরাধে এই আসামী মনিরুজ্জামান মৃধা, জাহাংগীর আলম ও মীর মোজাফফর আলীকে অভিযুক্ত করা যায় না। *তবে, নথি থেকে দেখা যায় আসামী মনিরুজ্জামান মৃধা, জাহাংগীর আলম ও মীর মোজাফফর হোসেন ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক কেপি এম এর গাড়ী আসামি আবদুল মোতালেব ও শাহজাহানকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় পৃথক ভাবে অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে। এখন দেখার বিষয় এই আসামীরা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া কেপিএম এর গাড়ী আসামি আবদুল মোতালেব ও মোঃ শাহজাহানকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছে কিনা? দুদক পক্ষের দাখিলি প্রদঃ-২, ৩ ও ৪-২০ (রিকুজিশন স্লীপসহ লগবই) থেকে দেখা যায় এই আসামি আবদুল মোতালেব কেপিএম গাড়ী সরকারী ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করিয়াছে। স্বীকৃত বিষয় যে, এই আসামী আবদুল মোতালেব একজন তৃতীয় শ্রেনীর কর্মচারী। আইনতঃ তিনি কোন সরকারী গাড়ী ব্যবহারে অধিকার রাখেন কিনা এ বিষয়ে এই আসামীরা সমক্ষ অবগত আছেন বলে মনে হয়। কেননা তাহারা কেপিএম এ উর্ধ্বতন পদে কর্মরত ছিলেন ও আছেন। তাহাছাড়া সিবিএ কর্মকর্তাদের সরকারী কাজের জন্য কর্মস্থল থেকে অন্যত্র যাওয়ারও কোন সুযোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। কেননা এই আসামীদের কাজ কেপিএম এর ভিতরেই সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে আসামি মোঃ শাহজাহান সিবিএ সাধারন সম্পাদক হিসাবে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিয়াছে, যদিও আসামি শাহজাহান মৃত্যু বরণ করায় তাহাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। অপরদিকে সাক্ষী পি,ডব্লিউ-১,৫,৬,৭,৮,ও ১০ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় কেপি এম এর*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কর্মকর্তারা অর্থাৎ এই আসামীরা কেপিএম এর সিবিএ এর সভাপতি আবদুল মোতালেব ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহজাহানকে গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছে। আসামীপক্ষ এই সাক্ষীদেরকে জেরা করিয়াছে। এই আসামীপক্ষ গাড়ী ব্যবহারে অনুমতি দেয় নাই এই মর্মে দাবী করেনা এবং উক্ত মর্মে দুদক পক্ষের সাক্ষীদেরকেও কোন সাজেশন দেয় নাই। তবে, সাক্ষীদের জেরা থেকে দেখা যায় কেপিএম এর কর্তৃপক্ষ সিবিএ নেতাদের পূর্ব থেকেই গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে আসছে এবং এটি প্রথা হিসাবে প্রচলন হইয়া আসছে। কিন্তু যেহেতু কেপিএম এর কর্মকর্তাগণ অর্থাৎ এই আসামীগণ দায়িত্বশীল পদে কর্মরত ছিলেন সেহেতু তাহাদের দেখা উচিত ছিল আসামী আবদুল মোতালেব ও মোঃ শাহজাহান তৃতীয় শ্রেনীর কর্মচারী হিসাবে গাড়ী ব্যবহারের প্রাপ্যতা রাখেন কিনা এবং তাহাদেরকে গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন কিনা? পূর্ব থেকেই সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহার করে আসছে এই অযুহাতে পরবর্তীতে ও বেআইনীভাবে তাহাদেরকে গাড়ী ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে এই অযুহাতে কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নহে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি এই আসামীরা সিবিএ নেতা আসামী আবদুল মোতালেব ও মোঃ শাহজাহানকে সরকারী গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছে। তাহা ছাড়া প্রদঃ ২ ও ৩ অর্থাৎ গাড়ী রিকুজিশন থেকেও সত্যতা পাওয়া যায় যে, এই আসামীরা সিবিএ নেত আসামী আবদুল ও মোঃ শাহজাহানকে সরকারী গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছে। কাজেই আসামী আবদুল মোতালেব ও মোঃ শাহজাহানকে এই আসামীরা বেআইনীভাবে গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে তাহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। *উল্লেখিত আলোচনাসহ মোকদ্দমার সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আমি মনে করি, যেহেতু এই আসামীরা বেআইনীভাবে আসামী আবদুল মোতালেব ও মো। শাহজাহান কেপিএম এর গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছে এবং তদনুযায়ী আসামী মোঃ মোতালেব ও মোঃ শাহজাহান কেপিএম এর গাড়ী ব্যবহার করিয়াছে সেহেতু এই আসামীরা গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে তাহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। কাজেই, এই আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হইল।* *এখন দেখার বিষয় এই আসামীদেরকে কি পরিমান শাস্তি দেওয়া যায়। ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা থেকে দেখা যায় এই ধারার অপরাধ সংঘটনের জন্য সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ড অথবা জরিমানা দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে। বর্তমান মামলায়*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দেখা যায় আসামী মনিরুজ্জামান মৃধা, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও মীর মোজাফফর আলী কর্ণফুলী পেপার মিলস এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাহারা বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই বয়স ৬০ বৎসর। অপরদিকে মামলার সাক্ষী পি, ডব্লিউ-৬, ৭ ও ৮ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় কেপিএম এর সিবিএ নেতারা পূর্ব থেকেই কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া গাড়ী ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং ইহা একটি প্রথা হিসাবে প্রচলন হইয়া আসিতেছে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে আরও দেখা যায় এই আসামীরা গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দিয়া আর্থিকভাবে কোন লাভবান হয় নাই। কাজেই, উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যসহ আসামীদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও বয়স বিবেচনায় আমি মনে করি, এই আসামীদের প্রত্যেককে আদালত চলাকালীন সময় পর্যন্ত (Till Rising of the Court) কারাদন্ডসহ প্রত্যেককে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করিয়া অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০১ (এক) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হইবে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

এই মামলার আসামী মনিরুজ্জামান মৃধা, মীর মোজাফফর আলী ও মোঃ জাহাংগীর আলম এর বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে আদালত চলাকালীন সময় পর্যন্ত (Till Rising of the Court) কারাদন্ডসহ প্রত্যেককে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করিয়া অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০১ (এক) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল।

আমার জবানীতে টাইপকৃত ও শুদ্ধিকৃত।

স্বা/-অস্পষ্ট
তাং-০৪.০৯.২০১৩ ইং
(মোঃ আতাউর রহমান)
বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম।

স্বা/-অস্পষ্ট
তাং-০৪.০৯.২০১৩ ইং
(মোঃ আতাউর রহমান)
বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম।

পি, ডব্লিউ-১ অরবিন্দ দাশ, অফিস সহকারী তার জেরায় বলেন যে, "আমি ১৯৮৩ সাল থেকে কে,পি,এমে কর্মরত আছি। এই আসামী ৩ জন দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত ছিলেন। এখন ২ জন অবসরপ্রাপ্ত। এই অভিযোগছাড়া আসামীদের বিরুদ্ধে অন্য কোন অভিযোগ ছিল কিনা আমি জানি না। সত্য নয় যে, সি,বি,এ এর নেতারা সিবিএ কার্যকরী থাকাবস্থায় তারা সরকারী গাড়ী সব সময় ব্যবসহার করত এবং করে আসছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানটি স্বায়ত্বশাসিত। আমাদের প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড অব ডাইরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং স্কটিশ বোর্ড সভায় খরচ ও নীতিমালা প্রণীত ও

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অনুমোদিত হয়। সত্য নয় যে, সিবিএ নেতারা সরকারী গাড়ী ব্যবহার করার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ অবগত ছিল। সত্য নয় যে, সি,বি,এ নেতারা গাড়ী ব্যবহার করায় কর্তৃপক্ষ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয় না। কোন সময় থেকে সিবিএ এর নেতারা সরকারী গাড়ী ব্যবহার করে আসছে তাহা বলতে পারবো না। তবে আমি চাকুরীতে যোগদান করার পর থেকে গাড়ী ব্যবহার দেখে আসছি। যারা সিবিএ নেতাদের গাড়ী ব্যবহার করার অনুমোদন পূর্বে দিয়েছিল তাদেরকে বিচারের আওতায় আদালতে ইতোপূর্বে দেখি নাই। যখন সিবিএ নেতারা নির্বাচিত হয়ে যায় তখন তারা প্রশাসনের সাথে একত্রে কাজ করে থাকে। আসামীরা প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কাজে গাড়ী ব্যবহারের অনুমোদন দিয়াছে। সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহারের পূর্বে থেকে রেওয়াজ আছে। তবে আসামীরা লাভবান হয়েছে কিনা আমি জানি না। এখনও সিবিএ বলবৎ আছে এবং সিবিএ নেতাদের গাড়ী ব্যবহার করার অনুমোদন দেয়া হয়। পরিবহন কর্মকর্তা, প্রশাসনিক বিভাগের কর্মকর্তা ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মাধ্যমে গাড়ী ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়। আমি জানি না মিলের উৎপাদনের স্বার্থে সিবিএ নেতাদের গাড়ী ব্যবহার করার অনুমোদন দেওয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে কিনা? আমি জানি না প্রচলিত প্রথা ভংগ করিলে মিলের ক্ষতি হবে কিনা? আমি জানি না আসামীদের বিরুদ্ধে মিল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ছিল কিনা? আসামীরা অপরাধমূলক কার্য করিয়াছে কিনা জানি না। বিগত ২৪.০২.০৯ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক আবু বকর সিদ্দিকী তৈল ইস্যুর স্লিপ ৮৭ ফর্দ জব্দ করিয়া আমার জিম্মায় দেয়। এই সেই জিম্মানামা যাহা প্রদঃ ৩৯ হইবে। এই স্বাক্ষর আমার যাহা প্রদঃ ৩৯/১ হল। জিম্মাকৃত কাগজাদি দাখিল করিলাম যাহা প্রদঃ ৪০ সিরিজ হল। জব্দ তালিকা প্রদঃ ৪১ হল। সত্য যে, জব্দকৃত কাগজাদিতে আসামীদের স্বাক্ষর নাই। আমি আমার বক্তব্য পূর্বের জেরা জবানবন্দীতে বলেছি। নতুন করিয়া কিছু বলার নাই।'' পি, ডব্লিউ-২ মোঃ মহিউদ্দিন, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার জেরায় বলেন যে, ''আমি ঘটনার সময় কেপিএম এতে কর্মরত ছিলাম না। জব্দকৃত কাগজাদি আমার জিম্মায় দেয়। এর বাহিরে আমার কোন ধারনা নাই। মামলার বিষয়ে আমার কোন ধারনা নেই।'' পি, ডব্লিউ-৩ আতিকুল ইসলাম, সহঃ ব্যবস্থাপক তার জেরায় বলেন যে, ''সত্য যে, ঘটনার সময় আমি ছিলাম না। আগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মহিউদ্দিনের নিকট থেকে আমি জব্দকৃত কাগজগুলো বুঝিয়া নেই। এর বাহিরে আমার ব্যক্তিগত ধারনা নাই। আমি দীর্ঘদিন ধরে কেপিএমতে কর্মরত আছি। সিবিএ গাড়ী ব্যবহার করার রেডয়াজ আছে এ কথা সত্য।'' পি, ডব্লিউ-৪ এ,এন,এম, মোস্তফা মিয়া তার জেরায় বলেন যে, ''সত্য যে, মামলার রুজুর সময়ে কেপিএমে কর্মরত ছিলাম। ২০০১ সাল থেকে অবৈধভাবে গাড়ী ব্যবহার হয়েছে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর সময়ে বন্ধ ছিল। আমি ০৭.১১.২০০৯ ইং তারিখে আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দী দিয়াছি। সিবিএ নেতারা ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী এবং লেজুরভিত্তিক রাজনীতি করে। আমি শারিরীকভাবে অসুস্থ। সত্য নয় যে, আমি আসামীদের ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বলেছি এই মামলার বিষয় জানি না। সত্য যে, সিপিএমে বলবৎ থাকাবস্থায় সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকে এবং রেওয়াজ আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সিবিএ কার্যক্রম স্থগিত থাকে।''

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি, ডব্লিউ-৫ মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক, সহকারী পরিচালক তার জেরায় বলেন যে, ‘‘আসামী মনিরুজ্জামান মৃধা, জাহাংগীর আলম ও মীর মোজাফফর আলী সিবিএ নেতাদের গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া কবে থেকে চালু হয় তাহা জানি না। সত্য নয় যে, ঘটনার সময়কালীন অন্যান্য কর্মকর্তারাও গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি দিয়াছিল এবং আমি তাদেরকে মামলায় আসামী করি নাই। আমি পরিচালনা পর্ষদের কাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই। সত্য নয় যে, আমি নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করি নাই এবং মিথ্যা মামলা করেছি।’’ পি, ডব্লিউ-৬ মোঃ ইদ্রিস আলী, সুপারভাইজার, কে,পি,এম, লিঃ তার জেরায় বলেন যে, ‘‘সিবিএ নেতারা পূর্বে থেকে গাড়ী ব্যবহার করে আসছে এবং তাদেরকে গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে আসছে। আসামীরা আর্থিক কোন লাভবান হয় নাই। সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহার করা সম্পর্কে কোন বাধা আসে নাই।’’ পি, ডব্লিউ-৭ মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কে,পি,এম, লিঃ তার জেরায় বলেন যে, ‘‘আমি বর্তমানে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে কেপিএমে কর্মরত আছি। ২০০৭-২০০৯ পর্যন্ত যানবাহনের দায়িত্বে ছিলাম। পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা কেপিএম পরিচালনায়। কাজেই পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। ঐদিন নেতারা প্রশাসনিক কার্য করে না। সিবিএ নেতারা তাদেব দাবী দাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে। সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহার পূর্বে থেকে করছে এবং অনুমতিও নিয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ গাড়ী ব্যবহারে কোন বাধা দিয়াছে কিনা জানা নাই। তবে ২০০৮ সালের পর গাড়ী ব্যবহারে বাধা দিয়েছে। আসামীদের বিরুদ্ধে চাকুরীকালীন কোন অভিযোগ ছিল কিনা জানা নাই। আসামীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকায় চাকুরী থেকে অবসরের সময় দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। এই আসামীরা গাড়ী ব্যবহার করিতে দিয়া আর্থিক লাভবান হওয়ার কোন অভিযোগ নাই।’’ পি, ডব্লিউ-৮ মোঃ বাহারুল হায়াদ, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), কে,পি,এম, লিঃ তার জেরায় বলেন যে, ‘‘সিবিএ নেতাদের গাড়ী ব্যবহার করার জন্য কর্তৃপক্ষ অনুমতি পূর্ব থেকে দিয়ে আসছে। এটি প্রথা হিসাবে প্রচলন হয়ে আছে।’’ পি, ডব্লিউ-৯ শ্যামল কান্তি নাথ, কোর্ট সহকারী (এএসআই), দুদক, সজেকা, সিলেট তার জেরায় বলেন যে, ‘‘মামলার বিষয় জানি না।’’ পি, ডব্লিউ-১০ গোলাম ফারুক, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন তার জেরায় বলেন যে, ‘‘সত্য যে, কেপিএম একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। আমি জানি না কেপিএম ডাইরেক্টর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় কিনা? পরিচালনা পর্ষদ কারা তাহা তদন্তের বিষয় ছিল না বিধায় উক্ত বিষয়ে তদন্ত করি নাই। সিবিএ নেতারা কবে থেকে গাড়ী ব্যবহার করার রেওয়াজ চালু হয় তাহা জানিনা। আমি সাক্ষীদের নিকট জানতে চাই নাই কবে থেকে সিবিএ নেতারা গাড়ী ব্যবহার করছে। সত্য নয় যে, সিবিএ জন্মের পর থেকেই সরকারী গাড়ী জনকল্যানের জন্য ব্যবহার করেছে। সত্য নয় যে, আমি আমার পছন্দ মত আসামী করেছি। সত্য নয় যে, আসামীর প্রচলিত বিধি ও বিধান ও রেওয়াজ অনুযায়ী গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি দিয়াছে। ২০০১-১০/১২/০১ পর্যন্ত সময়ের মামলায় এম,ডি, ও জি,এম কে মামলায় আসামী করি নাই। ০১.০৪.২০০২ ইং থেকে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২২.০৬.২০০২ ইং পর্যন্ত সময়ের জন্য দায়েরকৃত মামলায় এস,ডি ও জি,এমকে আসামী করি নাই। ২০০৪ সালের মামলায় এস,ডিকে আসামী করি নাই। সত্য নয় যে, সঠিকভাবে তদন্ত করি নাই।'' প্রসিকিউশন পক্ষের উপরিল্লিখিত সকল সাক্ষ্যের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় অত্র আসামী-আপীলকারী মনিরুজ্জামান মৃধা সাবেক পরিবহন কর্মকর্তা কে, পি, এম এর বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার কোন অপরাধের বিন্দুমাত্র উপাদান পাওয়া যায় না। প্রসিকিউশন পক্ষ অত্র আসামী-আপীলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমান করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৩/২০১১ (কাপ্তাই থানার মামলা নং ০৬, তারিখ ০৭.১১.২০০৯ এবং জি, আর, মামলা নং ২৯৬/২০০৯)-এ আসামী-আপীলকারী মোঃ মনিরুজ্জামান মৃর্ধাকে আদালত চলাকালীন সময় পর্যন্ত কারাদন্ড এবং ১০০০/- (এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ১ (এক) মাসের কারাদন্ড প্রদানের বিগত ইংরেজী ০৪.০৯.২০১৩ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ